



সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিনউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক

বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রদায়ক

জসিম মল্লিক

প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার

আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক

আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুফী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি

সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি

মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি

নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি

মিজানুর রহমান খান

হলিউড প্রতিনিধি

মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

জার্মানি প্রতিনিধি

সরাফউদ্দিন আহমেদ

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

আকবর হায়দার কিরণ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান

নুরুল কবীর

প্রযুক্তি উপদেষ্টা

শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

শিল্প নির্দেশক

কনক আদিত্য

কর্মাধ্যক্ষ

শামসুল আলম

যোগাযোগ

৯৬/৯৭ নিউ ইফ্রাটন, ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১ - ৩

সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯৩৪৯৪৫৯

ফ্যাক্স : ৯৩৫০৯৫৪

চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত

লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০

ইমেল : info@shaptahik2000.com

দাম : ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড

৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর

পক্ষে মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত

ও ট্রান্সক্রাফট লিঃ, ২২৯ তেজগাঁও

শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর অন্যতম মেগাসিটি ঢাকা। কোটি লোকের রাজধানী শহরে এখন আবাসন সমস্যা ক্রমেই আরো তীব্রতর হয়ে উঠছে। এখন নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সবারই স্বপ্ন ঢাকায় একটি নিজস্ব বাড়ি, নতুবা মাথা পোঁজার জন্য একটি অ্যাপার্টমেন্ট। অথচ একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সাধ্য আজ খুব কম লোকেরই আছে। এ কারণে চলছে সাধ ও সাধ্যের মধ্যে টানা পড়েন। রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো আশ্রয় চেষ্টা করে চলছে নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে অ্যাপার্টমেন্টকে সাধারণের জন্য ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসতে।

বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে মোঘল আমলে গড়ে ওঠে রাজধানী ঢাকা। ১৯০১ সালেও বৃহত্তর ঢাকা শহরে ১ লাখ ২৯ হাজার লোক বাস করতো। পাকিস্তান আমলে প্রাদেশিক সরকারের রাজধানী হিসেবে ঢাকা দ্রুত বিকশিত হতে থাকে। স্বাধীনতা-উত্তর বাঁধভাঙা মানুষের ঢল নামে ঢাকায়। চাকরির সন্ধানে ঢাকামুখী হতে থাকে সর্বস্তরের মানুষ। আজ ঢাকা হয়ে উঠছে চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, ভবঘুরে সবারই শহর। এ কারণে আবাসন সমস্যা হচ্ছে তীব্রতর। ধানমন্ডি, লালমাটিয়া, শান্তিনগর, পরীবাগ, কাঁঠালবাগান, মৌচাক, মোহাম্মদপুরে একের পর এক তৈরি হয়েছে অ্যাপার্টমেন্ট হাউজিং। পরবর্তীতে অ্যাপার্টমেন্ট ছড়িয়েছে উত্তরা, বারিধারা। এখন বিস্তার ঘটছে আশুলিয়া, মাওয়া রোড, বিশ্বরোডের নিকটবর্তী স্থানে। কোম্পানিগুলো চেষ্টা করছে, কম মূল্যে অধিক সুবিধাসম্পন্ন অ্যাপার্টমেন্ট জনগণকে উপহার দিতে। এ কারণে তাদের নিজেদের মধ্যে চলছে প্রতিযোগিতা। নিয়ে আসছে নতুন ধারা। অনেক অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসায়ী নতুন ধারা আনতে এমনও বিল্ডিং তৈরি করছেন যেখানে নিচে শপিং কমপ্লেক্স, ওপরে আবাসিক ব্যবস্থা। তৈরি করছে এক রুম, এক বাথসহ স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট। ৭২০ বর্গফুটের এ অ্যাপার্টমেন্টের মূল্য ৬ থেকে ৮ লাখ টাকা। নিম্ন-মধ্যবিত্তের কথা চিন্তা করেই তারা এ ধরনের অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করেছেন। একটি মাঝারি ধরনের অ্যাপার্টমেন্টের দাম ১৮ থেকে ৪৫ লাখ টাকার মতো। ৩ হাজার বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাটের মূল্য ৭৬ থেকে ৭৮ লাখ টাকা। মাসিক কিস্তিতে কেনা যাচ্ছে এ অ্যাপার্টমেন্টগুলো। অর্ধশতাধিক কিস্তিতে শোধ করা হচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টের মূল্য। আবার অ্যাপার্টমেন্ট কেনার জন্য ব্যাংক ঋণও পাওয়া যাচ্ছে। নানামুখী সুবিধার কারণে মধ্য ও উচ্চবিত্তরা ছুটেছে ফ্ল্যাটের সন্ধানে। ফ্ল্যাটের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে নিম্নবিত্তরাও। সরকার, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ও রাজধানীবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজধানী আবাসন সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে। এ প্রত্যাশা আজ সবার।

বিগত সরকারের আমলে ডাই এমোনিয়াম ফসফেট সার কারখানা নির্মাণের জন্য গ্রহণ করা ডিএপি-২ প্রকল্প বাতিল করে দিয়েছে। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন চিঠিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত জাপানি কোম্পানিকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সরকার বলেছে, প্রকল্পটি অলাভজনক। সারা বিশ্বে আজ মিশ্র সার হিসেবে ডিএপি ব্যবহার বাড়ছে। এদেশে এ বছর ২ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন ডিএপি সারের প্রয়োজন। বছরওয়ারি এ সার ব্যবহার বৃদ্ধির হার ১২৬ শতাংশ। এই পুরো সার বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা যাচাই না করে প্রকল্প বন্ধ করায় দেশের কৃষি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সারের অভাবে দেশ পরনির্ভরশীল হয়ে থাকবে। অনেকেই বলছে, সার ডিলারদের ব্যবসা জিইয়ে রাখতেই প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে। কমিশনকে জিইয়ে রাখার জন্য। প্রকল্প বাতিল করায় জাপান-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে চলছে টানা পড়েন। বিদেশী বিনিয়োগ প্রশ্নের মুখে পড়েছে। সংকীর্ণ স্বার্থে প্রকল্পটি বন্ধ হলে, তা হবে দুঃখজনক ঘটনা।